দৈনিক খবর

008

19 JUL 1988
তারিখ ... ... 5 ... 3 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাস্তবধর্মী শিক্ষা নীতি

॥ আবুল হোসেন মিয়া ॥

[এই বিষয়ে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই লেখকের নিজস্ব।
— সম্পাদক]

বর্তমানে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা, যাহা আমাদের দেশে চালু আছে, তাহাতে শুধু পুথিগত বিদ্যাই হাসিল হয়। এই শিক্ষা আমাদের বাস্তব জীবনে বিশেষ কোন কাজেই আসে না। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা যাহা শিখে থাকি তাহার সহিত আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মের কোন সামঞ্জস্য নাই যাহার ফলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাহাদের ইচ্ছামত কর্ম-সংস্থানও করিতে পারে না এবং ইহাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সবচাইতে পরিতাপের বিষয়। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা সাধারণ শিক্ষা জীবন শেষ করিবার পর জীবিকা অর্জনের জন্য তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাকরিসন্ধান করিতে বাধ্য হয়। যেমন দেখা যায়, আমাদের ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক পাস করিয়া অফিসে সাধারণ করণিকের কাজ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায় নিম্নে একটি বাস্তবধর্মী শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা প্রদান করা হইল। যাহা সর্বসম্মতিক্রমে বাস্তবায়িত হইলে আমাদের বাস্তব জীবনের সর্বস্তরে আমরা উপকৃত হইব।

১। প্রথম শ্রেণী হইতে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত একটি মানুষের সাধারণ জীবনে যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং ইহা বাধ্যতামূলক হইতে হইবে।

২। সম্পূর্ণ স্কুলটি তিন ভাগে বিভক্ত থাকিবে।

(ক) দৈনন্দিন কাজকর্মগুলি বাস্তবভাবে হাতে-নাতে শেখার জন্য একটি বিজ্ঞান বা কর্মশালা। ইহার সহিত আরো থাকিবে খেলার মাঠ, পুকুর, কিছু চাষের জমি, ফল-মূল ও ফুলের বাগান।

(খ) বর্তমান বাংলাদেশে যে সমস্ত পেশাগুলি অত্যাবশ্যক সেইগুলির সরঞ্জামের নমুনার শেখার সরঞ্জাম থাকিবে এবং তাহা আলাদা আলাদা ঘরে শিক্ষার্থীদের খেলার জন্য সাজান থাকিবে এবং ছেলেমেয়েদের এই খেলার প্রতি মনোযোগের দ্বারাই তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত পেশা বাছাই করা সম্ভব হইবে।

(গ) পুথিগত বিদ্যার জন্য একটি বিভাগ যাহা ১ম হইতে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত আলাদা কামরায় বিভক্ত থাকিবে।

নিম্নে আমরা এই তিনটি বিভাগের আরও অধিকতর বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করিব :

(ক) বাস্তবধর্মী শিক্ষা :

উন্নত দেশগুলিতে যদিও জীবনের চাহিদা অনুযায়ী সর্বক্ষেত্রেই বাস্তবধর্মী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আমাদের প্রথম শুরু করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া আমরা প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতে পারি। (১) পাকের কাজ, ঘর-দোর সাফ করা, কাপড় ধোয়া, নিজেকে পরা-পরিষ্কার রাখা প্রভৃতি গৃহস্থালী কাজ (২) কৃষি কর্ম (৩) মৎস্য চাষ (৪) কাঠ, বেত, বাঁশ ও ঘর বাঁধার কাজ (৫) সেলাই, জুতা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর মেরামতি কাজ (৬) প্রাথমিক চিকিৎসা ও সমাজ সেবামূলক কাজ (৭) তর্কবিদ্যা (৮) খেলাধুলা (শরীর চর্চা ও প্রচলিত খেলাধুলা) (৯) হাসপাতাল যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা শাস্ত্র (১০) মোটর ট্রান্সপোর্ট মেরামত ও পরিচালন (১১) ইলেকট্রিসিটি ও ইলেকট্রনিক্স (১২) রেডিও, টেলিভিশন (১৩) টেলিগ্রাফ টেলিফোন ও টেলিম্যানেজী (১৪) মনোহারী, মহাজনী ও আড়তদারী, দোকানদারী (১৫) ব্যাংকিং হিসাব রক্ষণ ও করণিকের কাজ (১৬) হাঁস, মুরগী ও গরু-মহিষের খামার (১৭) ফলমূলের চাষ ও ফুড প্রসেসিং ইত্যাদি ইত্যাদি যে সমস্ত কাজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অত্যাবশ্যকীয়।

(খ) খেলাঘর :

১ম হইতে ৭ম শ্রেণীর মধ্যে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে তাহাদের মধ্যে এমন কিছু জ্ঞান-গরিমা থাকে না যাহার সাহায্যে সে তাহার নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের পেশা বাছিয়া লইতে পারে। সময়ের দিক দিয়া এই বয়সটা হইলো ৬ হইতে ১৩ বছর। অথচ ভবিষ্যৎ একটা সুন্দর, সুষ্ঠু ও বাস্তবধর্মী মানুষ তথা সমাজ গড়িয়া তোলার জন্য এই ৬ হইতে ১৩ বছরের মধ্যেই তাহাদের ভবিষ্যতে যার যার মনমতো পেশা নির্ধারণ করা আমাদের একান্তই প্রয়োজন। এই সমস্যা দূর করিবার মানসেই উন্নত দেশগুলিতে পুথিগত বিদ্যার জন্য নির্ধারিত ক্লাস রুমের সংগে সংগে আলাদা আলাদা পেশাভিত্তিক খেলাঘরের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যদিও তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পেশা সম্পর্কে কিছুই বুঝে না তথাপি তাহাদের অবচেতন মনই তাহাদের পছন্দমাফিক পেশার খেলাঘরের প্রতি তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় এবং ইহা হইতে তাহাদের ভবিষ্যৎ পেশা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

(গ) পুথিগত বিদ্যা :

লেখাপড়া-জীবনের প্রারম্ভে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিম্নলিখিত বিষয়ে পুথিগত বিদ্যার একান্ত প্রয়োজন।

(১) মাতৃভাষার উপর পূর্ণ জ্ঞান, লেখাপড়া ও মাতৃভাষায় সুন্দর কথা বলা।

(২) যার যার ধর্মের ধর্মীয় ভাষায় পঠন ও লিখন।

(৩) যে কোন একটি আন্তর্জাতিক ভাষায় অক্ষর জ্ঞান ও কথা বলা।

(৪) সাধারণ গণিত।

৭ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদেরকে এমন একটি স্তরে পৌঁছাইতে হইবে যেখানে সে সহজ ও সাবলীলভাবে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করিতে পারে, দৈনন্দিন খবরের কাগজ পড়িয়া আধুনিক যুগের সহিত তাল মিলাইয়া চলিতে পারে এবং অশিক্ষাজনিত প্রতারণায় যেন প্রতারিত না হয় এবং দৈনন্দিন সাংসারিক ও বাজারের হিসাবপত্র করিতে যেন সক্ষম হয় এবং মানবতার ধর্মে যেন দীক্ষিত হয়।

শিক্ষার সময়সূচী :

(সকাল ৮টা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ১ ঘন্টা মধ্য বিরতিসহ)।

(১) সকাল ৮টা হইতে ৯টা পর্যন্ত- খেলাঘরের খেলা।

(২) সকাল ৯টা হইতে দ্বিপ্রহর ১টা পর্যন্ত কর্মশালায় বাস্তবধর্মী শিক্ষা গ্রহণ (মৎস্য চাষ ও কৃষি কাজ ইহার অন্তর্গত)।

(৩) ১টা হইতে অপরাহ্ন ২টা পর্যন্ত মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য বিরতি।

(৪) বিকাল ২টা হইতে ৩টা পর্যন্ত- বাংলা, আরবী, ইংরেজী ও অংকে এই সমস্ত বিষয়ের ওপর পুথিগত বিদ্যা।

(৫) বিকাল ৩টা হইতে ৪টা পর্যন্ত খেলার মাঠে প্রচলিত খেলাধুলা (যেমন- ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস ইত্যাদি ইত্যাদি)।

প্রতি তিন মাস পর পর সমাবেশ, সেমিনার, ছাত্রদের কার্যকলাপের উপর আলোকচিত্র, শিক্ষামূলক বনভোজন, প্রদর্শনী, মাতা-পিতা দিবস ইত্যাদির মাধ্যমের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মান যাচাই করা।

বাস্তবধর্মী শিক্ষার উপকারিতা :

১। বর্তমান সময়ের সবচাইতে বড় সমস্যা সেসন জট সমস্যা চিরতরে বিলুপ্ত হইবে।

২। ছেলেমেয়েরা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে উঠিলেই তাহাদের বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুফল পাওয়া শুরু করিবে। যেমন— আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখা যায়, আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে যখন হঠাৎ করিয়া কৃষকদের পাকা ধান ক্ষেতে বানের পানি আসিয়া ঢুকে তখন কৃষকেরা দৈনিক ২০/২৫ টাকার জায়গায় ১০০/১৫০ টাকায় কৃষি মজুর রাখিয়া ফসল কাটাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইল্যাণ্ডের মত উন্নত দেশে দেখা গেছে যে, এ ধরনের প্রয়োজনের সময়ে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা ফসলের মাঠে নামিয়া পড়ে যাহার ফলে বছরের কোন সময়েই ওদের মজুরির হারে কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না। অবশ্যই ঐ দেশে সরকারের নির্ধারিত হারে মজুরির বিনিময়েই ছাত্ররাও কাজ করে।

৩। ছেলেমেয়েরা স্বাবলম্বী হইবে যাহার ফলে বর্তমানের সামাজিক সমস্যা যেমন— চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, মূল্যাফাখোরী, ঘুষ, চোরা-কারবারী, স্মাগলিং, অর্থহীন রাজনীতি প্রভৃতি বহুল পরিমাণে কমিয়া যাইবে।

৪। ছাত্র রাজনীতি তাহাদের নিজস্ব সমস্যা সমাধানের মধ্যেই চিরতরে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িবে। ছেলেমেয়েরা ছাত্র রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারিবে এবং ছাত্র জীবনে তাহারা কখনও রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিবে না।

বর্তমানে বাংলাদেশের বয়স সতর বছর। এখন আর বাংলাদেশকে নতুন দেশ বলা যায় না। এতদিনে আমাদের জাতীয় জীবনে ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সঠিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন শুরু হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। আজ পর্যন্ত যতগুলি সরকার এই দেশে আসিয়াছে সবাই এ দেশের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। চার-চারজন প্রেসিডেন্ট এই দেশের জন্য তাহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট জনাব হুসাইন মুহম্মদ এরশাদও উদমান্ত খাটিয়া যাইতেছেন এই দেশের ভুখা মানুষের জন্য দুইবেলা দু'টো ভাত যোগানোর জন্য। এতে করে দেশ কিছুটা যে উন্নতি করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যেমন— ধরুন যোগাযোগের জন্য রাস্তা-ঘাটের সংখ্যা বাড়িয়াছে, মিল-ফ্যাক্টরী বাড়িয়াছে, বিভিন্ন উপজেলায় উপজেলা হেড কোয়ার্টার নির্মিত হইয়াছে যাহার ফলে বিভিন্ন উপজেলাগুলিতে কেন্দ্র করিয়া সম্পূর্ণ নিরাপত্তামূলক পরিবেশ পাইয়া দেশের ধনিক শ্রেণী নির্মিত মিল-কারখানা প্রভৃতি উন্নতিমূলক তৎপরতায় ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। আজকাল হাটে-বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য দেখিলেও বুঝা যায় আমাদের এই দেশ অনেকটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। এতকিছু সত্ত্বেও আজ আমাদের মনে হইতেছে পোড়া হইতেই আমরা কোথায় যেন ভুল করিয়া আসিতেছি। কোথায় যেন আমরা এমন কোন মৌলিক ভুলের শিকার হইতেছি যাহার ফলে দিন দিন আমরা আমাদের সত্যিকারের ভাল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি হারাইয়া ফেলিতেছি। ছাত্র জীবনে নকল হইতে শুরু করিয়া বাস্তব জীবনে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, চোরাচালানী, কালোবাজারী প্রভৃতি আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি তাহাদের সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ উদ্ধার করিবার জন্য প্রচারপার মহড়া, চাতুরী ও রাজনৈতিক অপকৌশল লিপ্ত। রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্যে যেখানে সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করাও নিঃস্বার্থ জনকল্যাণকর কাজের দ্বারা জনপ্রিয়তা অর্জন করা সেখানে আমাদের দেশের মত একটি ছোট দেশে রাতারাতি ব্যাঙের ছাতার মত ঘরে ঘরে রাজনৈতিক দলের জন্ম নিতেছে। ভাবটা এমনই যে, নূতন নূতন রাজনৈতিক দল গঠন করাই যেন আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক দল গঠন করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইতেছি না, একে অপরের প্রতি কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি। সমাজের মৌলিক ও বৃহত্তর স্বার্থকে অনিবার্যভাবে জলাঞ্জলি দিয়া ক্ষমতার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি। যে কোন প্রকার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উৎকোচে আমরা বিক্রীত হইয়া যাইতেছি। ইহা আমাদের জন্য বড়ই পরিতাপের বিষয়।

যে কোন যুগে, যে কোন সময়ে একটা সুস্থ, সবল ও উন্নত সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইলে সবার আগে প্রয়োজন হইল সৎ ও কর্মঠ লোকের। যে সমাজে সৎ ও কর্মঠ লোকের অভাব কোটি কোটি টাকার বিনিময়েও সে সমাজকে কখনও উন্নতির আলো দেখানো যাইতে পারে না। অথচ সৎ ও কর্মঠ লোক সৃষ্টি করিতে হইলে যে পদ্ধতির প্রয়োজন সেই পদ্ধতিটি আজও আমরা প্রবর্তন করিতে পারি নাই। আমাদের সমাজের তথা জাতীয় সর্বস্তরে পদ্ধতির অভাব। বাংগালী হিসেবে বাংগালী জাতীয়তাবাদী গড়িয়া তোলার জন্য যে পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল তাহা আমরা আজও গড়িয়া তুলিতে পারি নাই। আমাদের নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতি বলিতে কিছু নাই। আমাদের রাজনৈতিক পদ্ধতি বলিতে কিছুই নাই, আমাদের যোগাযোগ পদ্ধতি বলিতেও কিছু নাই।

কিন্তু যে কোন পদ্ধতির ব্যাপারে চিন্তা করিতে গেলেই প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষিত হয় আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির উপরে; কারণ যে কোন পদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে হইলে আমাদের শিক্ষা জীবন হইতেই শুরু করিতে হইবে। যেমন— রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আমরা যে ছেলেমেয়েগুলিকে নির্ধারণ করিব প্রথম শ্রেণী হইতেই তাহাদের উপর সূক্ষ্মতম দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহার পর অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণীতে সাধারণ বিষয়ে শিক্ষার পরই একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে সমাজকর্মী, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শ্রেণীতে রাজনৈতিক কর্মী (এই সময়ে তাহাদিগকে প্রতিটি মূল পার্টির সহিত যেমন— ইসলামিক ডেমোক্র্যাটিস পার্টি, রাশিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টি, চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি, আমেরিকান ডেমোক্রাটিস পার্টি প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সহিত বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ করিয়া আলাদা আলাদা সার্টিফিকেট হাসিল করিতে হইবে। যাহা হউক এ সমস্ত ব্যাপারে পরে আমরা আরও বিস্তৃত আলোচনা করিব। এখন আমাদের মূল বিষয় 'বাস্তবধর্মী শিক্ষা' পদ্ধতির মধ্যে আমরা ফিরিয়া যাইতেছি।

'বাস্তবধর্মী শিক্ষা' পদ্ধতির উপর আমরা এ পর্যন্ত প্রথম শ্রেণী হইতে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত লিখিয়াছি। এখন আমরা দেখিব অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণীতে আমাদের ছেলেমেয়েদের কি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

অষ্টম ও নবম শ্রেণীতে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাধারণ বিষয়গুলির উপর ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষিত করিয়া তোলা দরকার যেমন :

১। বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন :

(ক) অংক : সাধারণ গণিত, বীজ-গণিত, ট্রিকনোমেট্রি, জিওমেট্রি। (খ) পদার্থ বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা বা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান। (গ) কর্মশালায় কাঠের কাজ। (ঘ) ইলেকট্রিসিটি ও ইলেকট্রোনিক্স। (ঙ) বাংলা সাহিত্য। (চ) সার্ক অন্তর্ভুক্ত সাতটি দেশের যে কোন দেশের একটি রাষ্ট্র ভাষা (অবশ্যই বাংলা ভাষা ছাড়া)। (ছ) যে কোন একটি আন্তর্জাতিক ভাষা।

২। বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রদের জন্য :

(ক) সাধারণ গণিত। (খ) বুক কিপিং এণ্ড একাউনটেন্সি। (গ) অর্থ শাস্ত্র। (ঘ) বাংলা সাহিত্য। (ঙ) সার্ক অন্তর্ভুক্ত সাতটি দেশের যে কোন একটি দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা। (চ) যে কোন একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। (ছ) বাংলা টাইপরাইটিং শিক্ষা ও কম্পিউটার-এ হাতে-কলমে।

৩। কলা বিভাগের ছাত্রদের জন্য :

(ক) বাংলা সাহিত্য। (খ) সার্ক অন্তর্ভুক্ত সাতটি দেশের যে কোন একটি দেশের (অবশ্যই নিজ দেশ ছাড়া) রাষ্ট্রীয় ভাষা। (গ) নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক ভাষাগুলির যে কোন একটি ভাষা— ইংরেজী, ফ্রাংক, জার্মানী, আরবী, চাইনিজ ও জাপানী। (ঘ) সমাজ বিজ্ঞান। (ঙ) ইতিহাস। (চ) ভূগোল। (ছ) বাংলা টাইপরাইটিং ও শর্টহ্যাণ্ড।

কৃতকার্যতার সহিত নবম শ্রেণী পাস করিবার পরই আমাদের মধ্যে কোন বিদেশী ছাত্র থাকিলে তাহাদিগকে 'ও লেভেল' বা ম্যাট্রিক বা এসএসসি সার্টিফিকেট দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু দেশী ছেলেমেয়েদের বেলায় দশম বছরে সামরিক শিক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত উক্ত সার্টিফিকেট দেওয়া যাইতে পারে না। দশম শ্রেণীটি হইতে সম্পূর্ণ সামরিক শিক্ষার বছর। দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার আওতায় থাকিতে হইবে। এই বছরটিতে ছেলেমেয়েদের যে কোন একটি সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প-এর সহিত সংলগ্ন থাকিতে হইবে এবং ছেলেমেয়েদের দৈনন্দিন কাজের তালিকা নিম্নরূপ হইতে হইবে :

১। সকাল ৪টার সময় ঘুম হইতে উঠিয়া নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। চারটা হইতে সকাল সাড়ে ছয়টার মধ্যে নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া সামরিক সজ্জায় নিজেকে সজ্জিত করা।

২। সকাল সাড়ে ছয়টা হইতে সাতটার মধ্যে সকালের নাস্তা খাওয়া।

৩। ৭টা হইতে ৭টা ৪৫ মিঃ পর্যন্ত ফিজিক্যাল ট্রেনিং এবং তাহার পর ১৫ মিঃ বিশ্রাম।

৪। সকাল ৮টা হইতে ৮-৪৫ মিঃ প্যারেড তারপর ১৫ মিঃ বিশ্রাম।

৫। নয়টা হইতে সাড়ে দশটা ফিল্ড ক্রাফট (রেকি, ম্যাপরিডিং ইত্যাদি)।

৬। ১০-৩০ মিঃ হইতে অপরাহ্ন দেড়টা পর্যন্ত স্মল আর্মস ট্রেনিং— বেয়নেট চার্জ, ৩০৩ রাইফেল, এসএলআর, বাটা গান, স্টেন গান, লাইট মেশিন গান প্রভৃতির সাহায্যে ফায়ারিং শিক্ষা করা ও গ্রেনেড চার্জ শিক্ষা করা।

৭। দেড়টা হইতে দুইটা পর্যন্ত দ্বিপ্রহরের খাওয়া।

৮। দুইটা হইতে বিকাল চারটা সম্পূর্ণ বিশ্রাম।

৯। বিকাল চারটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত খেলাধুলা যেমন— ফুটবল, টেনিস, ক্রিকেট ইত্যাদি ইত্যাদি।

১০। বিকাল পাঁচটা হইতে ৬টা পর্যন্ত রাতের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া।

১১। ৬টা হইতে সাতটার মধ্যে সাধারণ কাপড়-চোপড় সজ্জিত হইয়া সাতটার সময় রোল কলে হাজিরা দেওয়া।

১২। সন্ধ্যা সোয়া সাতটা হইতে আটটা পর্যন্ত রাতের খাওয়া-দাওয়া।

১৩। সন্ধ্যা আটটা হইতে নয়টা পর্যন্ত সামরিক ইংগিতপূর্ণ ইনডোর খেলা যেমন— এটাক এণ্ড ডিফেন্স, কম্পিউটার খেলা ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৪। সন্ধ্যা নয়টা হইতে দশটা পর্যন্ত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গ্রুপ ডিসকাশন। যেমন— (১) আঞ্চলপোতা ও দক্ষিণ তালপট্টির উপর আলোচনা ও তাহার প্রতিকার। (২) পার্বত্য চট্টগ্রামের যত দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় আমাদের দেশরক্ষামূলক ব্যবস্থা কি হইতে পারে। এমনি ধরনের নানা সমস্যা লইয়া আলাপ-আলোচনা।

১৫। রাত দশটা হইতে সকাল চারটা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিশ্রাম।

এই হইবে দশম বছরের নয় মাসের সাধারণ দৈনন্দিন কার্যক্রম। নয় মাসের এই সামরিক শিক্ষা শেষ করিবার পর যাহারা সার্টিফিকেট লইয়া আসিবে শুধু তাহাদেরকেই ম্যাট্রিক বা ও লেভেল বা এসএসসি সার্টিফিকেট ইস্যু করা হইবে, অন্যথায় নয়। তবে কোন কারণবশতঃ কেহ যদি নয় মাসের ট্রেনিং শেষ করিতে না পারে তাহাদিগকে আরও বাড়তি তিন মাস সময় দেওয়া যাইতে পারে।

এই হইল আমাদের বাস্তবধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম স্তর। এর পরের স্তরগুলিতে আমাদের ছেলেমেয়েরা যার যার নিজস্ব প্রফেশনাল সাইডে চলিয়া যাইবে এবং সেই প্রফেশনগুলি কি কি হওয়া উচিত ও আমাদের শিক্ষাবিদরা সেইগুলিকে কিভাবে ব্যবস্থা করিবেন তাহা তাহারাই বলিতে পারেন। তবে রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানের ব্যাপারে আমাদের দেশের লোকদের মস্তবড় একটি ভুল ধারণা আছে, কারণ আমাদের দেশের লোকদের ধারণা হইলো যে, রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন বাস্তবধর্মী শিক্ষাব্যবস্থা সম্ভব না। কিন্তু দেখা গেছে ইহাও সম্ভব। কিভাবে সম্ভব সেই ব্যাপারেই আমরা নিম্নে আলোচনা করিব।

বাস্তবধর্মী শিক্ষাব্যবস্থায় ছেলেমেয়েদেরকে হাতেনাতে কাজ শেখানো হয়। এর মধ্যেই কোন কোন সময় দেখা যায় ছাত্র সমাজের মধ্য হইতে কিছু কিছু ছেলেমেয়ে অতিমাত্রায় উদ্যোগী ও পরোপকারী। তাহারা জ্ঞান ও বুদ্ধির দিক দিয়েও অন্যান্যের তুলনায় উন্নত। দেখা যায় তাহারা সুনির্দিষ্ট সময়ের আগেই তাহাদের নিজেদের বিষয়গুলি শিখিয়া ও গুছাইয়া ফেলে ও বাড়তি সময়গুলিতে তাহারা তাহাদের সহকর্মীদের সাহায্য করিয়া থাকে।

— অসমাপ্ত